সংবাদ

20 FEB 2017
৫ 2

বকশীগঞ্জ সর. কিয়ামত উল্লাহ কলেজ

দুই হাজার শিক্ষার্থীর জন্য ৮ শিক্ষক : লেখাপড়া ব্যাহত

সুশান্ত কানু, জামালপুর

জামালপুরের বকশীগঞ্জ সরকারি কিয়ামত উল্লাহ কলেজের দীর্ঘদিন ধরে চরম শিক্ষক সংকট দেখা দিয়েছে। শিক্ষক সংকটের কারণে শিক্ষা কার্যক্রম চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এতে করে পরীক্ষার ফলাফলে বিপর্যয় নেমেছে।

কলেজ সূত্র ও শিক্ষার্থীরা জানান, ১৯৭২ সালে বকশীগঞ্জ পৌর শহরে অবস্থিত কিয়ামত উল্লাহ কলেজ প্রতিষ্ঠা হয়। প্রতিষ্ঠার পর ১৯৮৯ সালে কলেজটি জাতীয়করণ হয়। এরপর থেকেই শিক্ষক সংকট লেগেই আছে এ কলেজটিতে। বর্তমানে একাদশ, দ্বাদশ ও স্নাতক (ডিগ্রি) কোর্সের ২ হাজারের বেশি ছাত্রছাত্রী রয়েছে। কলেজটিতে অধ্যক্ষ, সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক পদে ২৩ পদ থাকলেও তার স্থলে আছে মাত্র ৮ জন। কোন কোন বিষয়ে দুটি পদের মধ্যে আছে এক জন করে। কোন কোন বিষয়ে দীর্ঘদিন পার হলেও প্রভাষক নেই। অতি গুরুত্বপূর্ণ ইংরেজি বিষয়ে কোন শিক্ষক নেই। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে শিক্ষক না থাকায় পাঠদানে বিঘ্ন ঘটছে।

এই বিষয়ে শিক্ষক না থাকায় গত এইচএসসির ফলাফলে বেশিরভাগ শিক্ষার্থী ফেল করেছে। বিজ্ঞান বিভাগের গণিত, রসায়ন বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখার ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং ও মানবিক শাখার কৃষি বিজ্ঞান বিষয়ের কোন প্রভাষক নেই। অপরদিকে আইসিটি বিষয়ে কোন প্রভাষক না থাকায় ন্যূনতম ধারণা নিতেও প্রাইভেট পড়ার উপর নির্ভরশীল হতে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের।

এ কারণে অতিথি শিক্ষক দিয়ে বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের ক্লাস করানো হচ্ছে। এছাড়াও ব্যবস্থাপনা বিভাগ, অর্থনীতি বিভাগ, দর্শন বিভাগ, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের দুজনের স্থলে আছে ১ জন করে প্রভাষক। এদিকে কলেজ প্রতিষ্ঠার অদ্যাবধি পর্যন্ত উপাধ্যক্ষ পদ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি। এসব বিষয়ে কোন প্রভাষক না থাকায় ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনায় ব্যাঘাত ঘটছে। পাশাপাশি ওই বিষয়গুলোতে একই সঙ্গে দিন দিন দুর্বল হচ্ছে। শিক্ষক সংকটের কারণে গত এইচএসসি পরীক্ষায় এই কলেজের ফলাফল তুলনামূলকভাবে খারাপ হয়েছে। এই সংকট না কাটলে আগামী এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলে আবারও বিপর্যয় নামতে পারে এমন আশঙ্কা করা হচ্ছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন প্রভাষক জানান, মন্ত্রণালয় ও মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সমন্বয়হীনতার কারণে ৩৪তম বিসিএসের শিক্ষকদের নিয়োগ না দিয়েই এই কলেজের ৮ জন শিক্ষককে গত বছর বদলি করা হয়েছে। উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ জানিয়েছেন, অধ্যক্ষের সুপারিশ না থাকা সত্ত্বেও কিভাবে শিক্ষক বদলি হয় সেটা বোধগম্য নয়। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, শক্ত তদবিরের অভাবে এই কলেজে শিক্ষক আনতে পারছে না কর্তৃপক্ষ। তাই এসব শিক্ষার্থীদের কথা চিন্তা করে অবিলম্বে শিক্ষকদের নিয়োগ দেয়ার দাবি জানিয়েছেন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকবৃন্দ। শিক্ষক সংকট নিয়ে কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর পরিতোষ চন্দ্র দাস জানান, আমরা স্থানীয় সংসদ সদস্য আবুল কালাম আজাদের ডিও লেটারসহ প্রতিনিয়ত শিক্ষকের জন্য ডিজিতে চাহিদা পাঠাচ্ছি। কিন্তু নতুন শিক্ষকদের নিয়োগ দেয়া হচ্ছে না। আশাকরি ৩৫তম বিসিএসের মাধ্যমে শিগগিরই শিক্ষক সংকট কেটে যাবে।